চিরকুট ১৪

গত কয়েকদিন যাবৎ ভীষন ব্যস্ত ছিলাম। ব্যস্ততার কারনে সদালাপ আপডেট করা সব সময় সম্ভব হয়ে উঠেনি। অবশেষে ব্যস্ততা কিছুটা কেটেছে। আশাকরি আবার নিয়মিত সদালাপে থাকবো। আমার ব্যস্ততার কারনের মধ্যে দু'টা কারন পাঠকদের সাথে শেয়ার করা যায়। প্রথম কারনটা হচেছ আমার সত্তরোর্ধ মা কানাডাতে বেড়াতে এসেছেন। ভিসা পাওয়া - হরতাল - আর মা'র বয়স সব মিলিয়ে বেশ চিন্তায় ছিলাম। যা হোক শেষ পর্যন্ত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তিনি এসেছেন। তারপর আমার ব্যস্ততা কমার কথা - কিন্তু তা না কমে বেড়েছে - কারন মার ব্যাগে করে নিয়ে আসা বই আর ম্যাগাজিন। শেষ পর্যন্ত কাজ ফাঁকি দিয়ে কয়েকটা ম্যাগাজিন আর একটা বই পড়লাম। সেটা হচ্ছে আমার ব্যস্ততার আরেকটা কারন।

যে বইটা পড়ার জন্যে কাজ ফাঁকি দিয়ে বাসায় বসে ছিলাম সেটার কথা বলার আগে আমার নিজের কিছু কথা বলেনি। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি - আমাকে আমার প্রিয় একজন একটা বই উপহার হিসাবে দেয়। সেটার নাম ছিল ''নির্বাসন''। সে বই পড়ে শেষ করতে রাত্র ২টা বেজে যায়। বাকী রাত্র আর ঘুমাতে পারিনি। শুধু মনে হয়েছে এ বইটা যিনি লিখেছে তিনি যদি একটা বড় লেখা লিখতেন সেটা হতো সত্যিই একটা কাজের কাজ। তারপর সে লেখকের নাটক টিভিতে ভীষন জনপ্রিয়তা পায়। তিনি হয়ে যান কিংবদন্তীর লেখক। সেবা প্রকাশনীর বই থেকে যুবসমাজকে সরিয়ে এনে একটা নতুন পাঠক শ্রেনী তৈরী করে তিনি হন বনিজ্যিক সফল একজন কলমজীবি। সে সময় হলের এক সভায় তাকে প্রধান অতিথি করে আনা হয়। ঘটনাক্রমে আমি সভাপতির চেয়ারে লেখকের পাশে বসে কিছুক্ষন একান্তে কথা বলার সুযোগে তাকে বলি - আপনি ১৯৭১ বা নির্বাসন এর মতো একটা বড় করে উপন্যাস লিখেন না কেন? তিনি জবাবে বললেন - অপেক্ষা করো। অপেক্ষা করে আছি । প্রায় দশ বৎসর পর একটা চিঠি লিখেছিলাম একই বিষয়ে আজকের কাগজে। আমার বন্ধুরা রেগে গিয়ে বলেছিল - আঁতলামি ছাড়ো। লেখক যা লিখছে সেটাই ভাল - মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আবার কোন গল্প হয়নাকি? আমি বললাম - হয় এবং এ লেখককে দিয়েই হবে। আমার এ কথার পিছনে ছিল ''নির্বাসন'' এর মতো গল্পের স্বাদ। আমার বন্ধু বাজি ধরে ছিল। আজ বইটা শেষ করে তাকে ফোন করেছি - বন্ধু, বাজিতে তুমি হেরে গেলে। লেখক একটা অনবদ্য লেখা লিখেছেন - যার পটভূমি মুক্তিযুদ্ধ। নাম ''জোৎস্না ও জননীর গল্প''। এ জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে বেশ কিছু কাল। আর লেখকটা কে? জনপ্রিয় হুমায়ূন আহম্মেদ। এক কথায় চমৎকার ।

হুমায়ূন আহাম্মদের ''জোৎস্না ও জননীর গল্প'' এ ভাল লাগার কারন হচ্ছে তার লেখার ধরন এবং বাহুল্য বর্জন। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক লেখায় সাধারনত লেখকরা ঘটনার চেয়ে আবেগকে বেশী প্রধান্য দেওয়ার কারনে সেটা একসময় আবেদন হারায়। কিন্তু হুমায়ূন আহাম্মদ চেষ্টা করেছেন ইতিহাসের বাস্তবতাকে অবলম্বন করতে। সেই কারনে তার লেখায় উঠে এসেছে ১৯৭১ সালের ভয়াবহ দিনের গন্ধ। আর কয়েকটা চরিত্র, যেমন ইরতাজ উদ্দিন, সদরুল আমিন, কলিম বা ঠেলাগাড়ী চালক আমাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধে সাধারন মানুষের কথা মনে করিয়ে দেবে।

আমি কোন সাহিত্য সমালোচক নই যে তার বইএর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার সাহস দেখাবো। তবে যে জন্যে পাঠকদের কাছে এ গল্প বলা তার কয়েকটা কারন আছে। প্রথমতঃ হুমায়ূন আহম্মেদকে পাঠক হিসাবে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানানো । নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধটাকে নিয়ে যাওয়া জন্যে পাঠক এ বইটা ব্যবহার করতে পারবেন। এ ছাড়াও একজন লেখক হিসাবে তিনি যখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তখন এ ধরনের একটা বই লিখে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যে বিরাট ভূমিকা রাখলেন সে জন্যেও পাঠকদের পক্ষ থেকে হুমায়ূন আহম্মেদকে একরাশ প্রান ঢালা শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন।

শুভেচ্ছান্তে
আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
টরন্টো মার্চ ০৮, ২০০৪